

আসামের  
কথা ও কাহিনী

শ্রীরাজমোহন নাথ বি-ই,

ভবভূষণ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত ] [ মূল্য—১ এক টাকা



প্ৰকাশক—

শ্ৰী প্ৰসূনকুমাৰ নাথ

যোৰহাট, আসাম।

প্ৰথম সংস্কৰণ

বৈশাখ, ১৩৫২ সাল

যোৰহাটৰ “বাতৰি” প্ৰেছত

শ্ৰীপ্ৰেমধৰ ৰাজখোৱাৰ দ্বাৰা ছপা কৰা হ'ল

## উৎসৰ্গ

পৰম স্নেহভাজন

উপেন্দ্ৰমোহন নাথ

এম্-এস্-সি, বি-এল্

কোৱাকৈই তুমি ৰাৱে পড়বে একথা কখন কল্পনাও  
কৰতে পাৰি নি—আমাৰ লেখাগুলি ছাপাৰ অক্ষৰে  
প্ৰকাশ কৰবাৰ আগ্ৰহ আমাৰ চেয়ে বেশী ছিল তোমাৰ।  
কিন্তু ছাপাখানা থেকে এই ৰইখানা বের হবার সঙ্গে  
সঙ্গেই তুমি আমাদেৱে ছেড়ে অনন্তধামে চলে গেলে।  
তাই তোমাৰই স্মৃতিৰ উদ্দেশ্যে এই প্ৰাচীন-গাথা  
অৰ্পণ কৰে মনে শান্তি লাভ কৰবাৰ চেষ্টা কৰছি।

শোকসন্তপ্ত—

—দাদা—



## সূচী-পত্র

কবিভার নাম	পৃষ্ঠা
১। ত্রিবেণী-সঙ্গম	১
২। শেষ-নৃত্য	৫
৩। শেষ-বর্ণ	৮
৪। কৌশলী	১১
৫। মূল্য-গাভরু	১৬
৬। বন্দী	১৮
৭। প্রতিশোধ	২১
৮। সাধনী	২৫
৯। বিবাহ-উৎসব	২৯
১০। গুরু-ভক্তি	৩২
১১। লাচিত ফুকন	৩৪
১২। নাম-ঘোষা	৩৮
১৩। জয়মতী	৪১
১৪। নিরঞ্জন বাপু	৪৩

## শুদ্ধি-পত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১ম পৃষ্ঠা ১৬ পংক্তি মনেতে	মনেতে
১২ " ২৩ " সদপত্র	রসদপত্র
১৮ " ১৩ " থামপুর	থামপুর
২০ " ১৮ " নাড়ীবেশে	নারীবেশে
২৬ " ১৫ " দিগদিগন্তে	দিগদিগন্ত

১/২/২০১৫  
২২/৩/৪৬

## আসামের কথা ও কাহিনী

### ত্রিবেণী-সঙ্গম

ইউয়েন্থসাঙ, মহাভিকু মহাচীন হতে  
পদব্রজে নানা দেশ ভ্রমিতে ভ্রমিতে  
বুদ্ধ-স্মৃতি বিজড়িত  
পদব্রজে পৃথীকৃত  
পবিত্র ভারত-ভূমি করিতে দর্শন  
মালন্দাব মহামঠে কৈলা আগমন ॥

মহাহাবির শীলভদ্র লয়ে ভিকুগণ  
বৌদ্ধ-ধর্ম গুণ্ডাঘাট বিচারে মগন,  
পবিত্র ত্রি-রত্ন নাম  
জপিছেন অবিরাম

মহাবান তত্ত্ব-কথা করি আলোচন ;  
গ্রহিলেন ভিকুবরে করি আপ্যায়ন ॥

ভারত পূর্ব প্রান্তে নৃপতি ভাস্কর,  
শিবভক্ত ধর্মশীল কামরূপেশ্বর  
ভিকুর প্রবাদ শুনি  
মনতে বিন্ময় মানি

ভাবিলে বুদ্ধের বাণী কিবা মোহময়  
যার তরে ঋষিবর এত কষ্ট নয় ॥



\*\*\*\*\*

শুনিত সে তত্ত্ব-কথা অতি ভক্তিভরে  
ভিক্ষুবরে লিখি লিপি দিলা দূত করে

—কামরূপবাসী যত

তব পদ-স্পর্শে পূত

হইবারে মনে দেব করিছে বাসনা,  
সিদ্ধি হয় পেলে শুধু ঋষির করুণা ॥

রাজার প্রাসাদে আজ আনন্দের রোল

ঘনে ঘনে উঠে শুধু “মহামুনি” বোল

—বুদ্ধের শরণ লইলাম

ধর্মের শরণ লইলাম

সজ্জের শরণ লয়ে লভিলু আরাম ।

এ জগতে শান্তিময় বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম ॥

সুস্বাদু লৌহিত্য জল হল স্বাতন্ত্র্য,  
বসন্ত মলয় আরো বহে মৃত্তকর ।

শুক্রেণ্ডর পাদমূলে

লৌহিত্য স্রোতের কূলে

শিলাময় বুদ্ধমূর্তি হইল স্থাপিত,

‘বুদ্ধ জনার্দন’ নামে হইল বিদিত ॥

মহাগৌরী-কামেশ্বর পূজারী ব্রাহ্মণ

ধর্মহানি ভীতি মনে করি আলোচন

গোপনে দূতের করে

হর্ষবর্দ্ধন নৃপবরে

পাঠাইলা লিপি এক গোপন বারতা

—ভাস্করের অভিপ্রায় চীনের সখ্যতা ॥

\*\*\*\*\*

মনেতে সন্দেহ মানি কনৌজাধিপতি

দূত করে দিলা লিপি ভাস্করের প্রতি

—পত্র পাঠে দ্বরা করে

না পাঠালে ভিক্ষুবরে

বিশ্বজয়ী সেনা তাঁর হবে অগ্রসর

ধূলিসাৎ হবে শীঘ্র কামরূপ নগর ॥

ভাস্কর বর্ষন মনে মানিলা বিষ্ময়

“ধর্ম অর্থে রাজ্য নাশে নাহি কোন ভয় ।

হয় যদি প্রয়োজন

কনৌজের বীরগণ

দেখা পাবে কত বলী কামরূপী বীর

ভিক্ষু বিনিময়ে অগ্রে দিব নিজ শির ॥”

“হোক তাই”—উত্তরিল শ্রীহর্ষবর্দ্ধন

“দূত করে দিলে শির করিব গ্রহণ ।”

খড়া তুলি নিজ করে

দিতে শির দূত করে

উঠিলা ভাস্কর বর্ষা সিংহাসন হতে ।

“জয় বুদ্ধ” বলি ভিক্ষু ধরিলা হস্তেতে ॥

“ধন্য তুমি নৃপবর তুমি ধর্মপ্রাণ

এ জগতে নাহি বৌদ্ধ তোমার সমান ।

করিছ যে শির দান

বুদ্ধ পদে মহাপ্রাণ

কিরূপে অন্যেরে পুনঃ করিবে অর্পণ ?

মোর সঙ্গে যাবে শির কর আয়োজন ॥”



\*\*\*\*\*

সাজে শত গজ অশ্ব সাজিল সেনানী  
চতুর্দোলে হিউয়েসুসাঙে করিয়া অগ্রণী  
কামরূপ অধীশ্বর  
পদব্রজে অগ্রসর  
হইলা নালন্দাপথে—লয়ে ভিক্ষুবরে  
চলে লক্ষ কামরূপী অতি গর্ব ভরে ॥

পবিত্র ত্রিবেণী-ধামে ত্রিশ্রোতার তীরে  
কনৌজাধিপতি আসি নমিলা ভিক্ষুরে ।  
কামরূপ—কনৌজপতি  
চীনা ঋষি মহামতি  
ত্রিবেণী-সঙ্গমে আজি হইলা মিলিত  
বুদ্ধের পবিত্র বাণী প্রেম-বিজড়িত ॥

ঈর্ষ্যা ঘেব মনোভাব হল বিদূরীত  
রাজঐর্ষ্য-অহঙ্কার হল তিরোহিত ।  
ত্রিবেণীতে হয়ে স্নাত,  
রাজকোষ ধন যত  
বিলাইলা দীনগণে, অজ আভরণ  
দান করি ভিক্ষাবৃষ্টি করিলা গ্রহণ ॥

## শেষ-বৃত্ত

“ভাস্কর বর্ষ্মন্ নৃপতি-প্রধান  
স্বর্গে আজিকে করিছে প্রয়াণ”  
—বায়ুবেগে ছুটে চারণের গান  
কামরূপে প্রতি নগরে ।  
পুরবাসী সব বিষাদে মগন  
নগরে নগরে উঠিল ক্রন্দন  
বিষাদিত যেন তরু লতাগণ  
—পশু-পক্ষী নাহি কুহরে ॥

দূর-দূরাস্থর হতে নর-নারী  
আবাল যুবক আসে স্বরাকরি  
লোকারণ্য হল রাজার নগরী  
—ব্রহ্মপুত্র শ্রোত থমকে ।  
যে নৃপতি ছিল প্রজাগত প্রাণ,  
ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছিল সদা যার ধ্যান,  
যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল সদা শৌর্য্যবান,  
—লভিতে দর্শন পলকে ॥

থামিল আরতি উমানন্দ দ্বারে,  
পতাকা না উড়ে কামাখ্যা শিখরে,  
বিষাদের ছায়া উর্বরশী মন্দিরে,  
—কর্ম্মকান্ত কর্ম্মনাশা ।

বুকে ধরে চিতা অশ্রুকান্ত গিরি  
চন্দনের কাষ্ঠ সাজে সারি সারি  
নৃপতি শয়ান শেষ শয্যা পরি  
চন্দন-চর্চিত ভূষা ॥



\*\*\*\*\*

পুষ্প-মাল্য শত শেষ উপহার  
 দেয় প্রজাগণে করি নমস্কার  
 আশে-পাশে যেন নর-পারাবার  
 উঠে বোল হরি ধ্বনি ।  
 ঘৃত ঢালি দিল নৃপ দেহ 'পরে  
 অগ্নিশিখা উঠে আকাশ উপরে  
 ভাস্করের তেজ মিশাল ভাস্করে  
 উক্কে উঠি ধূম বহি ॥

শোক গাথা গায় যতেক চারণ,  
 নর্তক নাচিছে শোকের নর্তন,  
 শোক-গীতি গায় যতেক গায়ন  
 বিষাদে হৃদয় পুরে ।  
 কে যে ঐ নারী আসিছে ছুটিয়া  
 রাজ-বেশ-ভূষা অঙ্গেতে পরিয়া  
 আনন্দ হৃদয়ে নাচিয়া নাচিয়া  
 দেখে সবে ঘৃণা ভরে ॥

আজি শোক দিনে হৃদয়ে তাহার  
 আনন্দ-উল্লাস নাহি যেন পার  
 কাম-ভাব মাখা প্রতি লাস্ত্রভার  
 চলে যেন অভিসারে ।  
 চিতা সন্নিকটে আসি ধীরে ধীরে  
 নাচিতে লাগিল মহা লাস্ত্র ভরে  
 মিলিতে প্রাণেশ যেন অভিসারে  
 উদ্গাদিনী ভাবে তারে ॥

\*\*\*\*\*

নাটক পর্বত মন্দাকিনী প্রায়  
 শুকুমার কলা যাঁহার কুপায়  
 কামরূপী প্রাণে সতত খেলায়  
 সে যে আজি মহাযাত্রী ।  
 কে বলে নৃপতি ভাস্কর কুমার ?  
 শুকুমার-কলা প্রেয়সী তাঁহার  
 আজিকে তাঁদের শেষ অভিসার  
 আজিকে মিলন রাত্রি ॥

“গাও নাচ সবে কর জয় জয়  
 ভাস্কর বর্ম্মার নাহি কত ক্ষয় ।  
 মহা যাত্রাকালে মহানন্দময়  
 কর নৃত্য প্রাণভরে ।  
 মহাশক্তি সাথে মিলন তাঁহার  
 প্রলয়ের নাচে আনন্দ অপার  
 আজিকে তাঁহার মহা অভিসার—”  
 নাচে উঠি চিতা 'পরে ॥

কুটিনীমতম্ গ্রন্থে লিখা আছে যে কামরূপ রাজ ভাস্কর বর্ম্মার  
 চিতায় একজন রাজ-নর্তকী নিষেধ সত্বেও সহমরণে গিয়াছিল ।



## শেষ-রণ

নৃপতি তিঙ্গ্যদেব—

হর্জর বর্মার শিলালিপি ধারে  
পুত মন্দাকিনী ব্রহ্মপুত্র তীরে  
শিলাময় মহা হর্ষ্যের মাঝারে  
স্থাপিলা ঈষ্টদেব ।

নিত্য পূজা আয়োজন—

তিঙ্গ্যেশ্বর শিব হঠল বিদিত  
বেদমন্ত্র গানে সদা মুখরিত  
নর্তক-নর্তকী-নৃত্য নিনাদিত,  
হোম-যজ্ঞ অগণন ।

পবিত্র শিবরাত্রি

ঈষ্টদেব পদে করিয়া প্রণতি  
ভাবাবেশে উঠি কহিলা নৃপতি  
“স্বাধীনতা প্রতি আছে যার মতি  
হউক মরণ-যাত্রী ।”

ছুটিল চারণ গণ

কামরূপ দেশে নগরে নগরে  
প্রতি গ্রামে গ্রামে কাননে কান্তারে  
কামরূপবাসী হৃদয় মাঝারে  
হল নব জাগরণ ।

## শেষ রণ

সাজিল সৈন্যগণ—

ব্রহ্মপুত্র বক্ষে সাজে রণ-তরী  
পুত্রহন্তে মাভা দিল তরবারি  
পতি আছে বর্ম তুলি দিল নারী;  
—অশ্ব-গজ অগণন ।

নৃপতি কুমারপাল—

বঙ্গ সিংহাসনে হয়ে অধিষ্ঠিত  
উড়িয়া-বিজয় মদে গর্বাবস্থিত  
তুনি সে বারতা হইলা কম্পিত  
গণিলা প্রমাদ ভাল ।

বৈদ্যদেব সেনাপতি—

প্রভুর আদেশ করিয়া গ্রহণ  
চলিলা বিজ্রোহী করিতে দমন  
উড়িয়া বিজয়ী সৈন্য অগণন  
চলে সাথে ক্রত গতি ।

কামরূপ মহারাজ—

চিরকাল বঙ্গ করেছে শাসন  
অধীনতা পাশে বেঁধেছে মায়ন  
চলিলা অস্বাভি করিতে দমন  
পর্যাণে সহেনা ব্যাজ ।

উভয় সৈন্যদল—

সাজি রণ-সাজে মহা হুঙ্কারে  
বহি-মুখগামী পতঙ্গের দবে  
পড়িল ঝাপিয়া দারুণ সমরে  
বাঁধিল কোলাহল ।



প্রাচীন লৌহিত্য নদী—

যুগ-যুগান্তের কাহিনী জড়িত  
প্রভাত অরুণ কিরণে ভূষিত  
সৈকত বালুকা শোণিতে রঞ্জিত  
উদ্বেলিত হল হৃদি ।

দিবসের হল শেষ—

শোণিত আভায় হইয়া রঞ্জিত  
শ্রান্ত-ক্লান্ত-রবি হ'ল অন্তমিত,  
শূলবিদ্ধ নৃপ হইল পতিত  
সমর হইল শেষ ।

মহাদেব গুপ্তেশ্বর—

ঋষ্যশৃঙ্গের (১) পর্বতের শিরে  
স্নাত হয়ে সদা ত্রি-স্রোতার নীরে  
ব্রহ্মপুত্র নদ হেরিছে অদূরে  
সাক্ষী যুগ-যুগান্তর ।

কামরূপী মহাবীর—

সম্মুখ সমরে ত্যজিল পরাণ  
দেহ-রক্ত দিয়ে দিল অর্ঘ্য দান  
স্বাধীনতা রবি হইয়াছে স্নান  
গুপ্তেশ্বরে দিল শির ।

(১) বর্তমান তেজপুর সহরের ২৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শিঙ্গরী পাহাড়

## কৌশলী

“তুরুক সেনানী আসিছেরে ঐ  
কর কর সবে সাজ”

জল্লীশগড়ে ফুকারি কহিল।

কমতেশ পৃথুরাজ ॥

অশ্বের খুরে কাঁপিছে মেদিনী

আকাশ ছাউছে ধূলি ।

মহাতীরবেগে আসিছে তুরুক

‘আল্লাহো আকবর’ বলি ॥

বসন্ত-উৎসব হইয়াছে শেষ

যুবক-যুবতী শ্রান্ত ।

বিত-উৎসব দিবস গণিতে

কুমার-কুমারী শ্রান্ত ॥

কহিল। মন্ত্রী—“শুন মহারাজ

বৃথা এই আয়োজন ।

কৌশলে বঙ্গ করেছে বিজয়

চতুর তুরুকগণ ॥

“সহজে বঙ্গ করি যা বিজয়

কৌশলী বক্তিত্যার ।

মহাচীন দেশ করিবারে জয়

হইয়াছে আশা তার ॥

“সম্মুখ সমরে কত না পরিবে

জানে তার। মহাকন্দী ।

কুমরী-কাটা পথে আনিতে পারিলে ।

কৌশলে করিব বন্দী ॥”



পত্র লিখিয়া পৃথু মহারাজ  
 পাঠাইলা দূতের করে —  
 “সেলাম তোমায় তুর্ক মহাবীর !  
 বন্ধুভাবে লহ মোরে ॥”  
 “প্রার্থনা করিছি লভ মহাযশ  
 চীন দেশ জয় কার ।  
 দেবীকূট তুর্গ দিলাম ছাড়িয়া  
 তোমার বিশ্রাম ভরে ॥”  
 “পার্বত্য-প্রদেশ রাজ্যখানি মোর  
 জানি পথ ঘাট যত ।  
 মহাচীন পথ বড়ই সমুদ্র  
 পর্বতীরা নদী শত ॥  
 “বহু বর্ষ আগে কবি মনে সাধ  
 চীনদেশ-জয় হেতু ।  
 আমার রাজ্যের পূরব প্রান্তে  
 থাকিছে শিলের সেতু ॥  
 “ভাগ্য-বিপর্যয়ে শক্তি নাষ্ট এবে  
 আসিয়াছ তুমি গুণী ।  
 সেই রাজ-পথে করিলে গমন  
 নিজে ধন্য মনে গণি ॥  
 “চলিলাম আমি পূরব নগরে  
 করিবারে আয়োজন ।  
 রসদ-পত্র তোমার কারণে  
 যাহা হয় আয়োজন ॥”

আগে অলিমেচ পৃথুরাজ দূত  
 পিছে তুর্ক সৈন্য যত ।  
 চীন অভিযানে চলিছে হুঙ্কারে  
 হয়ে মহা হর্ষযুত ॥  
 দেবীকূট হতে দশ দিন চলি  
 ধুবড়ী নগর দিয়া ।  
 তুরক সেনানী আসে ভীম-বেগে  
 লৌহিত্যের পার দিয়া ॥  
 পৃথুরাজ আসি করিলা আদর  
 হর্ষযুত বক্ত্রিয়ার ।  
 দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী লয়ে  
 শিলা সেতু হলা পার ॥  
 ভোটান ছয়ার কুম্ভীকাটায়  
 ভূটীয়া সেনানী শত ।  
 তুরক সেনার অবাধ গমন  
 করি দিল প্রতিহত ॥  
 কুজকায় অতি ভূটীয়া ঘোড়া  
 পর্বত শিখর হতে ।  
 লক্ষ দিয়া পড়ে, তুরকের বাজী  
 ভয়ে ছুটে যায় দ্রুতে ॥  
 চৈত্র সন্ধ্যায় নামিল বরষা  
 ভরিল পার্বত্য নদী ।  
 পার ভাঙ্গি যায় ‘পাগলা’র জল  
 তুরকের কাঁপে যদি ॥



বক্তার ভাবে—কোথা বন্ধু মোর  
কিরি আসি দেখে হার!

ভগ্ন শিলা সেতু বর নদী বৃকে  
ভরঙ্গ খেলিয়া যার।

পশ্চাতে প্রমাদ গণিলেন বীর  
সময় নাটক আর।

খরতর শ্রোতে বাপ দিয়া পড়ে  
সাঁতারিয়া হতে পার ॥

খরতর শ্রোতে ভাসিয়া চলিল  
সেনানী অশ্ব শত।

ভরঙ্গের সাথে করি ঘোর রণ  
পড়িল অতলে কত ॥

হতশেষ সৈন্য সাথে লয়ে বীর  
'গোপেশ' মন্দির দ্বারে

আশ্রয়ী হইলা—পূজারী আসিয়া  
আতিথ্য করিলা তারে ॥

কোথা পুথুরাজ—বন্ধু কামরূপী  
সেনানী আসিল তার।

সাহায্য করিতে তুর্ক সেনারে,  
ঘিরিল মন্দির দ্বার ॥

প্রমাদ গণিলা বীর বক্তার  
পূজারী কহিলা তাহে।

“কিছু নাহি ভয়—অতিথি-দেয়তা।  
পলাও পশ্চিম দ্বারে ॥

“রাজার বিচারে যা হোক আমার  
ভূমি মোর নারায়ণ।

অতিথি-শোণিত বিনিময়ে আমি  
দিব প্রাণ বিসর্জন ॥”

শ্রান্ত-ক্লান্ত বীর ছুটে উর্দ্ধবেগে  
পশ্চিমের পথ ধরি।

পৃথ্বী সেনা বধিল শতেক  
পলাতক অশ্বসরি ॥

সপ্তদশ মাত্র অশ্বারোহী লয়ে  
বজ্র যে করিল জয়।

কামরূপে তার দ্বাদশ সহস্র  
পলকে হইল কয় ॥



## মূলা-গাভরু

আহোম সিংহাসনে যবে

নৃপতি স্বর্গনারায়ণ ।

ডাকি নিজ মন্ত্রীগণে,

শুধিলেন জনে জনে

কাছারীরে করিতে দলন

কে করিবে রণ আয়োজন,

উড়াইবে বিজয়-নিকেতন ।

কনচেঙ বরপাত্র

সেনানী প্রধান

কহিলেন যোড় করে

“স্বর্গদেব ! কম মোরে

কাছারীরা ভীম বংশ জাত

যুদ্ধ-জয় সুদূর পয়াহত,

বৃথা যাবে লক্ষ সৈন্য প্রাণ ।

বৃদ্ধ-মন্ত্রী বুঢ়াগোহাঁই

কহিলেন নত শির

“হইয়াছি বৃদ্ধ অতি,

যুদ্ধে আর নাহি শক্তি,

থাকিত সে যৌবন আমার

রাজপদে দিতাম উপহার

শত শত কাছারীর শির ।”

\*\*\*\*\*

দ্বিতীয় মন্ত্রী বুঢ়াগোহাঁই

কহিল গম্ভীর মতি—

“বৃথা তর্কে কালক্ষয়

হেন কার্যে যুক্তি নয়

ডাকি আনি বাইলুঙ \* জ্যোতিষী

গণিয়া কুকুট তারা রাশি

নিযুক্ত করুন সেনাপতি ।”

সেনাপতি ফ্রাচেঙমুঙের নারী—

গাভরু মূলাবতী ।

প্রফুল্লিত নবীন যৌবন

হেরিতেছে সুখের স্বপন ।

বন্ধে তারে টানি কহে বীর

কালি প্রাতে যাইব সুস্থির

নাশিতে কাছারী অরাতি ।

বংশের প্রবাদ বাক্য স্মরি

মূলা চলি গেলা গৃহ মাঝে

সাধ্বী সতী গুণযুতা

নিশি যোগে কাটি স্মৃতা

সেই নিশি করিয়া বয়ন

সামরিক অঙ্গ-আত্তরণ

পতির সাজায় বীর সাজে ।

আহোম জাতির দৈবজ্ঞ সম্প্রদায় । তাঁহারা কুকুট বধ করিয়া  
শুভাশুভ গণনা করিত ।



\*\*\*\*\*

প্রভাতে উঠিয়া হাসি মুখে

হস্তে তুলি দিল খর অসি ।

ভাবে বীর একি আচরণ !

বুঝা ভার যুবতীর মন ।

সতী কহে—এই আভরণে

বিজয়ী করিবে পতি রণে

মিলিত হইবে পুনঃ আসি ।

—:—

## বন্দী

হেড়ম্বপতি তাম্রধ্বজ

আহোম সিংহের ডরে

পর্বতে পর্বতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া

সোণার নগরী মাইবাঙ ছাড়িয়া

নগর করিলা খামপুরে গিয়া

কক্সিনী নদীর তীরে

রামসিংহ বীর জৈন্তাপতি

মনেতে করিয়া ফন্দী

আহোম দলন করি মনে ভান

হেড়ম্ব নৃপেরে করিলা আহ্বান

আনন্দ-উৎসব করি আয়োজন

নৃপতি করিলা বন্দী ।

\*\*\*\*\*

সোমার ঈশ্বর রুদ্রসিংহ

আহোম নৃপতি বংশ ।

ডাকিয়া কহিলা নিজ মন্ত্রীগণে

প্রস্তুত হইতে সমরায়োজনে

ধরিয়া আনিতে মৃতকি পরাণে—

করিয়া জৈন্তা ধ্বংস ।

আহোম সাজিল ঘোর রণে

যেনরে পদ্মপাল—

কপিলী যমুনা ভরি রণতরী

পদাতি চলিল গিরিপথ ধরি

সুরথসিংহ চলে দস্ত করি

জৈন্তার মহাকাল

পর্বতগড়েতে সুরক্ষিত

সোণার জৈন্তাপুরী

সুরথসিংহ গণিলা প্রমাদ

ফিরিলে হইবে ঘোর অপবাদ

পরাণ লইবে রাজার জল্লাদ

সবংশ নিশ্চূল করি ।

পত্র লিখিয়া জৈন্তা নৃপেরে

পাঠাইলা দূতের করে

প্রবল-প্রতাপ আহোম নৃপতি

সখ্যতা করিতে সহ জৈন্তাপতি

কন্যা দান দিলা,—আসিয়া নৃপতি

লউন দীনের শিবিরে ।

\* \* \* \* \*



\*\*\*\*\*

আহোম শিবির মুখরিত আজি  
বিবাহের কোলাহলে ।

কদলী বৃক্ষ সাজে সারি সারি  
পতাকা উড়িছে আকাশ উপরি  
বাজিছে শঙ্খ দামামা ও ভেরী  
অগণিত দীপ জ্বলে ।

জৈন্তাপুরেতে রামসিংহ রাজা  
সাজিলা বরের বেশে—  
রতন ভূষণ পরিলা অঙ্গেতে  
তাম্রধ্বজ বন্ধু লইলা সঙ্গেতে  
যৌতুক পাঠাইলা যুবরাজ তাতে  
পাক্ষীতে উঠিলা হেসে ।

আদর করিতে নবাগত বরে  
আহোমের রীতিমত—  
বিয়ানাম (১) উচ্ছে গাহিয়া গাহিয়া  
মুগার মেখলা (২) অঙ্গেতে পরিয়া  
শুভ্র-পাটের রিহা (৩) উড়াইয়া  
নাড়ী বেশে সৈন্য শত ।

তামূল চর্বণে রক্ত-অধরা  
কান্ধেতে লইল পাক্ষী  
সবেগে চলিল হাসিয়া হাসিয়া  
শিবির রহিল পশ্চাতে পড়িয়া  
আসরে প্রদীপ গেল যে নিভিয়া  
বর ভাবে একি ভেঙ্কি ।

- (১) বিয়ানাম—বিবাহের গীত । (২) মেখলা—পরিধান বস্ত্র  
(৩) রিহা—মস্তক এবং অঙ্গাবরণ চাদর ।

আহোম নৃপতি রুদ্রসিংহ  
প্রবাসে বিশ্বনাথে  
হেরিতে আছিল তরঙ্গ লহরী  
প্রণাম করিয়া জানাস প্রহরী  
সুরথ সিংহ দলি জৈন্তেশ্বরী  
বন্দী এনেছে সাথে ।

## প্রতিশোধ

দৈবজ্ঞ জ্যোতিষী কহিল গণিয়া  
শিব সিংহ নৃপবরে  
ছত্রভঙ্গ যোগ করিতে স্থান  
স্বর্গদেব যদি করেন মনন  
রাজ্য-ভার সহ রাজ-সিংহাসন  
দিউন রাণীর করে ।

নটের ছহিতা রাণী ফুলেশ্বরী  
উঠি রাজ-সিংহাসনে  
দেশময় বাণী করিলা প্রচার  
রাজার ধর্ম হইবে প্রচার  
শান্ত ও বৈষ্ণব হবে একাকার  
মিলিবে দেবীর স্থানে ।



দেবীর মন্দির প্রবেশের পথে  
 বুলান শাণিত অসি  
 গুরু-বৈষ্ণব পদে ভিন্নকার  
 বৈষ্ণব না করে কভু নমস্কার  
 উন্নত শিরে আসি দেবীদ্বার  
 শতে শতে পড়ে খসি।

শরৎকালেতে রাজার প্রাসাদে  
 আয়োজন দেবীপূজা।  
 নিমন্ত্রণ করি বৈষ্ণবসকলে  
 ছাগ-বস্ত্র-টীকা পরাইল ভাল  
 ব্যথিত হইল প্রজারাসকলে  
 হাসিলেন দশভূজা।

অষ্টভুজদেব বৈষ্ণব প্রধান  
 ডাকিল শিষ্যগণে।  
 এক ঢেলা মাটি প্রত্যেক ভকতে  
 রাখিল আনিয়া গুরুর সাক্ষাতে  
 হইল পর্বত দেখিতে দেখিতে  
 বন্ধ একতা বন্ধনে।

নগরে নগরে প্রতি গ্রামে গ্রামে  
 ছলিল বিদ্রোহানল।  
 অস্ত্র-শস্ত্রহীন মুক প্রজাগণ,  
 বিদ্রোহের বাণী করে উচ্চারণ  
 “অষ্টভুজ জয়” ছাইল গগণ  
 সিংহাসন টলমল।

গৌরীনাথ সিংহ উঠি সিংহাসনে  
 বিদ্রোহী দমিতে মন—  
 ধরি আনি যত রাজার কুমার  
 অঙ্গচ্ছেদ করি দিলেন সবার  
 বিদূরিতে রাজ্য-লোভ ছুর্নিবার  
 নিষ্কণ্টক সিংহাসন।

বিদ্রোহ অনল থামিল না তবু  
 ছলে তুষানল যেন।  
 ছ'জন বিদ্রোহী আসি অকস্মাৎ  
 রাজার প্রাসাদ করে ভস্মসাৎ।  
 দলিতা ফণিনী পেয়ে বেত্রাঘাত  
 করি উঠে ঘোর গর্জন।

“নগরের পাশে যতক বৈষ্ণব  
 কর বধ নির্বিচারে।”  
 আকাশ ছাইল বিধবার রোলে  
 পিতৃহারা শিশু কাঁদে মাতৃকোলে ;  
 ব্যথিত তাপিত পলাল সকলে  
 উত্তরে ‘দিব্রং’ পারে।

ধ্যানরত ছিল যোগী হরিহর  
 ‘বাণধর-দেব’ শিখরে।  
 আর্তের ক্রন্দন পশিল শ্রবণে  
 ধ্যানমগ্ন হয়ে হেরিল নয়নে  
 আশ্রম ভরিছে যত আর্তগণে  
 তিতিল অশ্রু-নীরে ॥

ভৈরবীর দল করিল গঠন  
 পূজি দেব মহাকালে।  
 ব্রাহ্মণ-বিধবা চন্দ্রমালা সতী  
 সঙ্গেতে লইয়া অসংখ্য যুবতী  
 রণ-রঙ্গিনীর ধরিল মুরতি  
 প্রতিহিংসা শিখা ভাল।



\*\*\*\*\*

উত্তর পারেতে বাঁধে মহারণ

‘মাছ-খোয়া’ পাথারেতে

বীর সেনাপতি ভীচোকনারায়ণ

সরোষে করিলা কামান গর্জন

অটুহাসি হাসে নারী-সৈন্যগণ

ভীতি আহোমের চিতে ।

ত্রিশূল হস্তেতে ছুটে নারীগণ

মুখে ‘মহাকাল’ ধ্বনি ।

ছত্রভঙ্গ হয়ে ছুটে সৈন্যগণ

সোহিতের জল শোণিত বরণ

বন্দী সেনাপতি ভীচোকনারায়ণ

—নারী হস্তে লাজ গণি ।

কহে চন্দ্রমালা—“শুন সেনাপতি !

হঠাৎনা ভীত ত্রস্ত ।

ছ’জনের দোষে বধি লক্ষজন

নৃপতি করেছে যে পাপ অর্জন

সে দোষ কিঞ্চিৎ করিতে স্থালন

কাটি নিব তব হস্ত ।

পাশবীয় রলে হ’য়ে বলীয়ান

বধেছ যে প্রজাগণে

বিধবা করেছ নবীন-যুবতী

আকাশ বাতাস ঘুঘিছে দুর্নীতি

প্রতিহিংসা তার আজি মূর্ত্তিমতী

আসিয়াছে বণাজনে ॥”

## সাধনী

নরকের বংশ সিংহাসন-হীন

কামরূপ জ্যোতিঃ হয়েছে মলিন

ছঃখীত অন্তরে ভাবি নিশি দিন

বীরপাল সেনাপতি ।

কৈলাসগিরির শান্তপাদমূলে

বসিয়া ভাবিছে একাকী বিরলে

বিষাদের রেখা শোভিতেছে ভালে

ছঃখীত চিন্তিত অতি ।

পার্বত্য কুটীরে আসিলা অতিথি

বিস্মিত সকলে হেরিয়া মূর্ত্তি

বালক-বালিকা যুবক-যুবতি

প্রণমিলা দলপতি ।

সোণাগিরি শৃঙ্গে চুটিয়া সকল

প্রকৃতি সন্তান দেহে মহাবল

বীরপালে যেন পাইয়া সম্বল

হর্ষান্বিত হল অতি ।

‘কুন্দী-মা-মা’ \* পূজি কুন্দী-পানী তীরে

প্রতিজ্ঞা করিল অবনত শিরে

বর্ষা ফলক তুলি নিল করে

চুটিয়ার বীরগণ ।

চুটিয়া জাতির ধর্ম মতে জগত সৃষ্টির আদি পুরুষ কুন্দী এবং  
আদি প্রকৃতি ‘মা-মা’ । কুন্দীপানীর বর্তমান নাম কুণ্ডিলপানী ।



\*\*\*\*\*

দেখিতে দেখিতে পর্বত শিখরে  
হইল নগর ঘিরিয়া প্রাকারে ;  
কুবেরের মূর্তি শোভিল মন্দিরে  
হোম-যজ্ঞ অগণন ।

কৃষ্ণবর্ণ কায় চুটিয়া সকল  
যুদ্ধে মাতি রহে—দেহে মহাবল  
আশে-পাশে যত নৃপতি সকল  
নমে আসি বীর পালে ।

সমতল ভূমে দক্ষিণ দেশেতে  
আহোম নৃপতি মহা গৌরবেতে  
স্থাপি নিজ রাজ্য, চিন্তাযুত চিতে  
হেরিছে চুটিয়া কালে ।

বার বার যুদ্ধে হয়ে পরাজিত  
আহোম নৃপতি মহা শঙ্কান্বিত  
চুটিয়ার জয়—দিগ-দিগন্তে  
বাড়িতেছে দিনে দিনে ।

নিত্যপাল যবে চুটিয়া নৃপতি  
চন্দ্রগিরি শিরে করিলা বসতি  
ছয় কুড়ি রাণী সঙ্গে দিবা রাত্তি  
কাটে কাল হর্ষ মনে ।

আহোম নৃপতি স্বর্গনারায়ণ  
চুটিয়া দলিতে করিলেন মন  
ডাকি মন্ত্রীগণে রণ-আয়োজন  
করিলেন স্বরা করে ।

\*\*\*\*\*

আহোম পদাতি ছুটে গিরি পথে,  
রণতরী ভরি সৈন্য শতে শতে  
ফাচেঙমুঙ বীর চলিলা অগ্রেতে  
মহা অহঙ্কার ভরে ।

আহোমের সেনা যায় গিরিপথে  
শিলা বৃষ্টি হয় শৃঙ্গ দুর্গ হতে  
চুটিয়ার বীর মহা হর্ষ চিতে  
বাধে শত দ্রুত গতি ।

গিরিপথ ঘিরি দাঁড়াল চুটিয়া  
আহোমের বল গেল যে টটিয়া  
শত শত বীর পড়িল লুটিয়া  
চিন্তান্বিত সেনাপতি ।

ষড়যন্ত্র করি চুটিয়া মন্ত্রী সাথে  
রজ্জুপথ ধরি উঠিলা পর্বতে  
উপজিল ভীতি চুটিয়ার চিতে  
হারিল সম্মুখ রণে ।

“কুবের মন্দিরে সোণার বিড়াল  
হয়েছে মলিন হেরি মহাকাল”  
মন্ত্রীর যুকুতি—শুনে নিতাপাল  
—“নাহি সন্ধি সন্ধি বিনে ।”

গর্জিয়া উঠিলা ছয় কুড়ি রাণী ।  
তরবারি হস্তে কহিলা সাধনী—  
“সন্ধি ফলে কভু স্বর্গ বিড়ালিনী  
পাইবে কি পূর্বজ্যোতিঃ ।”



\*\*\*\*\*

আহোম ছুটিল চন্দ্রগিরি পানে  
মহিষীরা সবে ছুটে রণাঙ্গনে  
বাণ পুরি দিয়া মহারাজ তুণে  
আহোম দলনে মতি ॥

চন্দ্রগিরি শিরে গিরি দুর্গ হতে  
শিলাবৃষ্টি হয় আহোমের মাথে ;  
ছয় কুড়ি রাণী রাজার পশ্চাতে  
ছুটিল সম্মুখ রণে ।

লোকবলে বলী আহোম সেনানী  
একে একে রণে পড়ে সব রাণী,  
বাকী মাত্র শুধু রাজা ও সাধনী—  
বিরস বিষম মনে ॥

ফ্রাচেওমুও বীর করিলা প্রচার—  
“স্বর্গদেব পদে দিব উপহার  
এহেন দুষ্কর্ষ বীর দুজন্যর  
শির বা জীবন্ত ধরি ।”

ছুটিলা সাধনী ধরি স্বামী করে  
সহাস্ত্রে উঠিলা পর্বত শিখরে  
লক্ষ দিয়া পড়ি পর্বত কন্দরে  
চলি গেলা স্বর্গপুরী ॥

—:—

## বিবাহ-উৎসব

প্রতাপ নারায়ণ কাছারী পতি  
লক্ষ্মীন্দ্র পুরেতে রাজা ।  
জগত জুড়িয়া যশোগাথা তাঁর  
পুত্র সম পালে প্রজা ।

শুনিয়া সেই কথা যশোমানিকা  
জয়ন্তার নরপতি ।  
মন্ত্রীগণ সহ করে আলোচন  
ঘুচাইতে সে অখ্যাতি ।

প্রতাপসিংহ আহোম রাজায়  
পত্রদিল দূত করে —  
মিত্রতা করিতে বাসনা তাঁহার  
কন্যা দিয়া রাজকরে ।

জয়ন্তা হইতে আহোম দেশ যেতে  
সাতগাঁও দিয়া পথ ।  
কাছারী রাজার অধীনে সে দেশ  
নিতে হবে তাঁর মত ॥

প্রতাপসিংহ বিচারিলা পথ  
কাছারী রাজা কয় কথো ।  
আহোম জয়ন্তা মিলিত হইবে  
রাস্তা কাছারীর বুকে ?



\*\*\*\*\*

শুনিয়া সে কথা প্রতাপসিংহের

সাক্ষিল সৈন্যগণ ।

কপিলী দৈয়াং উজায়ে চলিল

সাতগাঁয়ে বাধে রণ ।

আহোম সেনাপতি সুন্দর গোঁহাট

কাছারীর ভীমবল—

দুই পক্ষেতে হয় তুমুল যুদ্ধ

কপিলী দৈয়াং টলমল ।

আহোমের সৈন্য মহা বলবান

কাছারী হারিল রণে

জয়স্তার কন্যা সাতগাঁও দিয়া

আসিল হরষ মনে ।

প্রবাসে আছিল প্রতাপসিংহ

‘খেকেরা’ বাসরেতে ।

‘রহা’র ভরালী কন্যা নিয়া দেয়

মাতিলা আনন্দেতে ।

সাতগাঁ শিবিরে আহোম সেনানী

রাজার বিবাহ দিনে ।

উৎসবে মাতি হঠল মন্ত

নৃত্য-গীত সুরা পানে ।

পাশের গ্রামের কাছারী রমণী

কলসেতে লাউ-পানী \* ।

\* লাউপানী—ভাত হইতে প্রস্তুত মদ শুষ্ক লাউর খোলের ভিতরে রাখা হয় বলিয়া ইহাকে লাউপানী বলে । আসামে পার্বত্য অঞ্চলে এই শব্দ অতি প্রচলিত ।

\*\*\*\*\*

আহোম শিবিরে করিছে বিক্রয়

যত চায় দেয় আনি ।

আনন্দে মন্ত আহোম সৈন্য

কাছারীর যত নারী ।

মদ বেচে—কেউ শিবিরে কামান

ভরাল মদ পূরি ।

নিশাশেষভাগে কাছারী সেনানী

ঘিরিল আহোম দলে ।

স্তুম্বিত হইলা সুন্দর গোঁহাট

কামানে গুলি না চলে ।

ভীমবেগে আসি কাছারীর বীর

বধিল আহোমগণে ।

অশ্ব-হস্তী যত কাটিল সকল

ফিরিল না কেউ প্রাণে ॥



## গুরু-ভক্তি

বুদ্ধির গুণে প্রতাপসিংহ  
 বুদ্ধি-স্বর্গনারায়ণ ।  
 সপুর্গায়ের কাহিনী শুনিয়া  
 হঠাৎ অতি ক্রুদ্ধ মন ।  
 মন্ত্রীরা কয় যুক্তি করিয়া  
 প্রধান যে সেনাপতি  
 মদের নেশায় রুদ্ধে মাতিয়া  
 করেছে সৈন্য কতি ।  
 পলায়ে আসি গুপ্ত ভাবে  
 আছে সে গুরুর পুরে  
 বংশী গোপাল বৈষ্ণব গুরু  
 বাস করে দেব্রাপারে ।  
 রাজার আদেশ শুলেতে দাঁও  
 পাষণ্ড সে গুরুবরে  
 সুন্দর গোহাঁই আছে না আছে  
 বিচার হবে তার পরে ।  
 সে কথা শুনিয়া বংশী গোপাল  
 পলাইলা পর্বত মাঝে  
 শিষ্য তাঁহার বলভদ্র দেব  
 মাজিলা গুরুর সাজে ।

## গুরু-ভক্তি

৩৩

\*\*\*\*\*

রাজার দূত ধরিয়া আনিল  
 নকল সে সত্রপতি \* ।  
 পথে পথে তাঁর হাজার শিষ্য  
 করিল ও পদে নতি ।  
 সবাই বলে “হায় কি পাষণ্ড  
 লোকের কথার বলে  
 দেবতারে আজ ধরিয়া আনিল  
 যাবে সবে রসাতলে ।”  
 রাজার আদেশ নাহি প্রতিবাদ  
 চাণ্ডালের তরবার  
 সেদিন সঙ্কায় প্রাসাদ প্রান্তরে  
 বহাল শোণিত ধার ।  
 হরির নামের বহিল শ্রোত  
 ভক্তের শোণিত ধারে  
 ‘গুরুজীর জয়’ শ্রিয়া ভক্ত  
 চলিলা স্বর্গপুরে ।

\* সত্র—আসামে বৈষ্ণব গুরুর আখড়াকে ‘সত্র’ বলে ।



## লাচিত ফুকন

ঔরঙ্গজেব ববে দিল্লীপতি  
 বধিয়া পিতা সাজাহান ।  
 শাহসুজা ববে মীরজুম্মা ভয়ে  
 পলায়ে গেলা আরাকান ।  
 আহোম নৃপতি জয়ধ্বজসিংহ  
 তাড়িয়ে দিয়ে ফৌজদার  
 আহোম রাজ্যের করিলা সীমা  
 পশ্চিমে গিয়া মনাস পার ।  
 সে কথা শুনিয়া মোগল বীর  
 রাগেতে করে গরগর  
 অযুত সেনানী কয় করিয়া  
 জয় করিল গাওঁ গড় (১) ।  
 আহোম রাজা পলায়ে গিয়ে  
 সন্ধি করিলা অবশেষ  
 মোগল রাজে ছাড়িয়া দিলা  
 বরনৈ (২) সীমা যত দেশ ।  
 চক্রধ্বজসিংহ হইয়া রাজা  
 মনেতে করিয়া দৃঢ়পণ  
 রণেতে মাতিলা ভীষণ বেগে  
 ভয়ে পলায় মোগলগণ ।

(১) আহোম রাজধানী—গড়গাওঁ ।

(২) বরনদী ।

\*\*\*\*\*

শুনি সে কথা বাদশাহজাদা  
 মনেতে মানিলা বিষয় অতি  
 কেমন সে আহোম ভয় করেনা  
 প্রবল প্রতাপ দিল্লীপতি ।  
 মীরজুম্মা বীর স্বর্গে এবে  
 আসাম ঘষে দিয়েছে প্রাণ ।  
 দিল্লীপতির প্রবল প্রতাপ  
 রাখিতে জানে বীরের মান ।  
 বীরের সেবা রামসিংহে  
 করিয়া দিলা সেনাপতি ।  
 সাজতে দিলা অযুত সৈন্য  
 দলিবারে আসাম-পতি ।  
 রাজপুত্র বীর করিলা প্রচার  
 হিন্দুরাজ্য হইবে দেশ ।  
 দিল্লীপতি পাঠায়েছে তাঁরে  
 করিবারে আহোম শেষ ।  
 কামানের বলে সৈন্য জিনি  
 প্রজারে জিনি বৃদ্ধিবলে  
 সুচতুর বীর রণ আয়োজন  
 করিলা আসি ছলে বলে ।  
 আহোম শিবিরে ভেদের সৃষ্টি  
 সৃষ্টি হল আন্দোলন  
 বুঝি সে কথা আহোম বীর  
 করিলা মনে দৃঢ় পণ ।



আহোম শিবির ঘিরিল আসি  
 রাজপুত মোগল সৈন্য গণ  
 জলে-স্থলে চৌপাশ বেড়ি ;  
 আহোমেরা হয় ভীত মন ।  
 অর' রোগেতে কাতর অতি  
 লাচিত সেনাপতি ।  
 কামান গর্জন শুনিয়া দূরে  
 উঠিল ক্রুদ্ধ গতি ।  
 দৈবজ্ঞ কর জ্যোতির মতে  
 রয়েছে গ্রহের ফের ,  
 বুঝাই যাবে গোলাগুলি  
 মরিবে সেনানী ঢের ॥  
 অরের ঘোরে পাগল প্রায়  
 রণের নেশায় মাতি  
 নিজের হাতে কামান ধরে  
 লাচিত সেনাপতি ।  
 শরাই ঝাটে আহোম শিবির  
 পর্বতশিখর দেশে ।  
 মোগল রাজপুত উঠিতে গিয়ে  
 পড়িল পাদ-দেশে ।  
 নদীর বক্ষে লেগেছে রণ  
 আহোম মোগল তরী  
 হাতাহাতি চলেছে রণ  
 কেউ কায়ে না ডরি ।

লাচিত ফুকন বর্ষে কামান  
 পর্বত শিখর হতে  
 আহোম সৈন্য মরিল কত  
 মোগল শতে শতে ॥  
 প্রবল প্রতাপ রামসিংহ  
 রণেতে দিল ভাটি  
 অযুত সৈন্য করিয়া ক্ষয়  
 পলাইল রাজ্যমাটি \* ॥



## নামঘোষা \*

মোগল বিজয় পরে

রামসিংহের যারা শুনি সমাচার  
হয়েছে বিদ্রোহী হইল বিচার,  
সচিত্র ফুকন আদেশে সবার  
মুণ্ড খসিল জ্বলাদ করে ।

লৌহিত্য নদীর তীরে

চক্রপাণি দেব বৈষ্ণব-প্রধান  
ষড়যন্ত্রী মধ্যে ছিল আশুয়ান  
সঙ্গেতে তাঁহার শিষ্য অগণন  
রাজদূত ধরে তাঁরে ।

বংপুর কারাগারে

লোহার শৃঙ্খলে বদ্ধ হস্ত-পদ  
স্মরিছেন গুরু শুধু বিফুপদ  
অহর্নিশি শুধু গাহি ঘোষাপদ  
হরি নাম উচ্চৈশ্বরে ।

উদয়াদিত্য নরপতি

সিংহাসনে বসি শুনে বারম্বার  
“মুক্তিতে নিষ্পৃহ ভক্তে নমস্কার”  
সুমধুর ধ্বনি স্পর্শে হৃদিদ্বার  
চিন্তায় গলিল মতি ।

আসামের বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তক শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য শ্রীশ্রীমাদেব  
বিরচিত ভক্তিতত্ত্বমূলক অমূল্য গ্রন্থ নামঘোষা । ইহাতে এক হাজার  
আছে ।

## নামঘোষা

৩৯

\*\*\*\*\*

নৃপতির আদেশ

কারাগার দ্বার হল উন্মোচন  
রাজদ্বারে গুরু করিলা গমন  
নৃপতি বসিলা আসি সিংহাসন  
বিচার করতে শেষ ।

জিজ্ঞাসিলা নৃপবর

“রাজদ্রোহী তুমি পাষণ্ড প্রধান  
কারাগারে তুমি কর কার ধ্যান ?  
দিনানিশি তুমি কর কার গান  
মাগিতেছ কিবা বর ?

তুমি বিদ্রোহী প্রবর

রসময়ী তুমি মাগিছ ভকতি  
মৃত্যুমুখী তুমি নাচাও মুকুতি ?\*  
হস্তাকর্তা তুমি জান নরপতি  
মনে তব নাহি ডর ?”

কহিলা বৈষ্ণব ধীরে

“কার রাজ্য কোন—কেবা নরপতি ?  
আছে একমাত্র শুধু নিষ্পতি  
সেই নারায়ণ—সেই লক্ষ্মীপতি  
স্মরিতেছি আমি তাঁরে ।

“স্বর্গদেব নৃপবর !

ভুক্তি-মুক্তি সব বন্ধন কারণ  
রাজ্যধন যশ মায়া আবরণ  
লৌহের শৃঙ্খল নহেক বন্ধন  
মুক্তি শুধু পরাংপর ।

\*“মুক্তিতো নিষ্পৃহ ঘিটো সেহি ভকতক নমো, রসময়ী মাগোহৌ ভকতি”—ঘোষা ।



\*\*\*\*\*

“দেখহ বিচার করি

বন্ধ কারাগারে—মুক্ত মম মন

শান্তি নাহি তব পেয়ে রাজ্যধন

ভল্লাদের হস্তে হইবে মরণ

ডরি নাহি স্মরি হরি।”

লভি নৃপতি আদেশ

বন্ধন-শৃঙ্খল হল উন্মোচন

সাধু উচ্ছে করে হরি সংকীর্ণন

ভাবাবেশে মুগ্ধ নৃপতির মন

সেনাপতি করে রোষ।

কহিলেন নরপতি

“যাঁর পদে তুমি করি স্থির মন

ভয় নাহি কর মৃত্যু বা বন্ধন

মুক্তি তরে নাহি কর আকিঞ্চন

সেই পদে হ'ক রতি।”

আসামের নরপতি

গুরুদেব পদে করিলা প্রণতি

হরিপদ স্মরি জানালা মিনতি

সংসার-বন্ধন হইতে মুকুতি

পায় যেন দ্রুত গতি

## জয়মতী

মন্ত্রী পরে মন্ত্রী হয়ে ঈর্ষান্বিত মন,

নিজ খুসিমতে করে নৃপ নির্বাচন ;

সিংহাসন হ'ল যেন যমের সদন

আন্দোলিত সর্বদেশে ষড়যন্ত্রফলে।

সাদুরায় বুঢ়া মন্ত্রী হইলে প্রবল

লালুকশোলা হৃদে স্থলে বিদ্রোহ অনল

গোহাটী করিয়া দান ডাকিয়া মোগল

সিংহাসন অধিকার করিলেন বলে।

পলায়িত সাদুরায় হইলেন ধৃত

শুড়াইফা নৃপতিসহ হইলা নিহত ;

শুলুকফা বালক আসি করিলা শোভিত

ফুকন-নির্দেশে মত রাজ-সিংহাসন।

রাজরক্ত ধমনীতে—সর্বদা সুন্দর

এহেন পুরুষ হবে আহোম-ঈশ্বর—

আহোমের বিধি এই জানি নৃপবর

লালুকশোলা ফুকনের করিলা আদেশ

দেশময় আছে যত রাজার কুমার

একে একে অঙ্গচ্ছেদ করিতে সবার

বিদূরিতে রাজ্য-লাভ-আশা তুর্গিবার

ষড়যন্ত্র করিবারে সমূলে নিঃশেষ।



\*\*\*\*\*

দেশময় উঠে ছেয়ে হাহাকার ধ্বনি,  
মৃত-শিশু-কোলে কাঁদে অনাথা জননী।  
কুটীরে বসিয়া ভাবে লাঙ্গি গদাপাণি  
প্রবাসে পত্নীরে লয়ে করিবে গমন।

“প্রবাসেতে কর তুমি সৈন্য সংগঠন  
উদ্ধার করিতে নিজ পিতৃ-সিংহাসন ;  
দেশেতে নারীর কার্য আছে অগণন”  
জয়মতী কহে ধরি স্বামীর চরণ।

ছদ্মবেশে গদাপাণি ফিরে দেশে দেশে,  
নৃপতির দূত ফিরে তাঁহার উদ্দেশে,  
জয়মতী হ’লা বন্দী নৃপতি আদেশে  
ফুটিল না মুখে তাঁর একটি বচন।

নৃপতির দূত করে শত নির্যাতন  
প্রকাশো জেরেঙ্গা মাঠে করিল পীড়ন ;  
নারী মুখে নাহি হ’ল বাক্যের স্মরণ  
কোন পথে স্বামী তাঁর করেছে গমন।

সুঠাম সুন্দর দেহ নবীন যৌবন,  
সর্বদেহে হঠাৎ রুধির ক্ষরণ,  
প্রীতি, অনুরোধ বাক্য রুধিছে শ্রবণ,  
নীরব, নিস্তব্ধ দেহ, নিব্বিকার মন।

নিব্বিকারে সহে নারী সব নির্যাতন,  
অবসাদ, অভিশাপ, নাহিক ক্রন্দন,  
দেশময় নারী-হৃদে উঠে শিহরণ  
কাঁপি উঠে নৃপতির রাজসিংহাসন।

\*\*\*\*\*

অত্যাচার দানবেরে করি প্রাণ দান  
জয়মতী স্বর্গধামে করিলা প্রয়াণ  
মরিয়া করিলা দান মৃত্যু-হীন প্রাণ  
দেশবাসী প্রাণে উঠে নব জাগরণ।  
সৈন্য সহ আসিলেন বীর গদাপাণি  
পথে পথে নারীগণ অর্ঘ্য দেয় আনি ;  
লভিলেন সিংহাসন পাষণ্ডেরে হানি  
জেরেঙ্গা পাথারে করি অশ্রু বরিষণ।

## নিরঞ্জন বাপু

বৈষ্ণব-গুরু মিশ্রদেব কুরুয়াবাঁহী ঘর  
সঙ্গে তাঁহার হাজার শিষ্য ফিরে নিরন্তর।  
কাছারিদের দেশের পাশে ধনুত্ৰী নদী তীরে।  
সত্র পাতি সুখে গুরু ধর্ম প্রচার করে ॥  
কাছারিদের অত্যাচারে হয়ে জড়সড়  
সত্র পাশে প্রতাপ সিংহ বাঁধছে নুমলীগড়।  
সত্রে দেখে অসংখ্য লোক বসি কর্মহীন  
হরিনামের গাহে গীত বসি রাত্রি-দিন ॥  
গড় বাঁধিতে আসেনা কেউ ধর্ম হানি ভয়ে  
দেহ পুষ্ঠ করছে শুধু বসে বসে খেয়ে।  
গুরু বলে শত্রু-মিত্রে ভেদাভেদ না জানি  
বড়ো-আহোম হরিপদে একে ভক্ত প্রাণী ॥



\*\*\*\*\*

রাজা ভাবে কাচারিদের গুপ্ত শত্রুদল

বসে খেয়ে করছে বৃদ্ধি শুধু গায়ের বল ।

জ্যাম্বুধরে মিশ্রদেবে পুত্র মাটীর তলে ।

পাষাণদের অত্যাচারে দেশ যায় রসাতলে ॥

কালিয়ানী পর্বত হতে ধরি গুরুবারে

শতাই শিষ্য অর্থলোভে দিল দূতের করে ।

আকাশ কাটে প্রজার মুখে হাহাকার ধ্বনি

গুরুমুখে হরিণাম কাঁপাল মেদিনী ॥

বহুবর্ষ রাজ্য মাঝে দুর্গতি নাঈ শেষ

রাজার পরে রাজা মরে প্রজাদের হয় ক্লেশ ।

পণ্ডিত সহ যুক্তি করি জয়ধ্বজ নরপতি

মিশ্রদেবের পুত্রে গুরু করতে হ'ল মতি ॥

দূতের মুখে শুনে বাণী পুত্রে নিয়া কোলে

মিশ্র-পত্নী বক্ষভাসায় কেঁদে চোখের জলে

“পুত্রে আমার চল করিয়া নিয়া ছুরাচার

বংশে বুঝি বাতি দিতে রাখবে না কেউ আর ॥”

সত্রে ছিল ভাগবতী বাপু নিরঞ্জন

গুরুপত্নীর কাছে গিয়া করলা নিবেদন

শাস্ত্র-বাণী—শিষ্য-গুরুর পুত্রের সমান ।

গুরুবংশ করব বক্ষা দিয়া নিজের প্রাণ ॥

নকল গুরু-পুত্র পদে করে রাজা স্তুতি

বৈষ্ণব ধর্ম্যে দীক্ষা নিয়া হল শুদ্ধ মতি ।

লোহিত-তীরে সত্র পাতি দিল আউনীআটি

হরির নামে ধন্য হল পুণ্য আসাম-মাটি